বহমান সময়ের বহুস্বরিক ভাষ্যঃকমলকুমার মজুমদারের আখ্যানবিশ্ব

Mistu Roy Samanta*

*Dept. of Bengali, Burdwan Raj College, Burdwan, W.B.-713104, India; email- drmistusamanta@gmail.com

Abstract

উনিশ বিশের নানান বীক্ষা-ব্যাখ্যায়- সর্বব্যাপী ভাঙনের মধ্য দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনালোকের নিয়ত বদলে যাওয়া আদলে দেখা দিল নতুনকালকে নবতর শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করার তাগিদ,অন্যত্র সাময়িকপত্রের গরুড়ের ক্ষুধার তাগাদায় সম্ভব হল ছোটগল্পের সৃজ্যমান বিশ্বের নির্মাণ ও সৃষ্টির নতুনতর অধ্যায়।ছোটগল্পের নতুন ধরণের খোঁজে প্রকরণমনস্ক গল্পকারদের চিন্তনে এল—উত্তরায়ণ মনস্কতা।বিপরীতের বাস্তব এবং বিকল্প বাচনের প্রস্তাবনা।সূচনাপর্বের আগ্রাসন নিপুণ আধুনিকতাবাদের ক্যাকটাসভূমিতে পাশ্চাত্যমুখিনতা বিকল্পবিহীন হয়ে ওঠে।আশ্চর্যজনকভাবে স্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল কমলকুমার মজুমদার বিশ শতকের সাহিত্যিক হয়েও মনে প্রাণে উনিশ শতকীয় সময়কালকে,দেশজ-নন্দন ভাবনা ও ভাবাদর্শের পরম্পরাকেও বহন করে নিয়ে চলেছিলেন পাঠকৃতির অনেকার্থদ্যোতনার নিরন্তর দ্বিরালাপে।

Keywords : বহুত্ববাদী সমাজ, দেশজ–নন্দন ভাবনা, অস্তিত্বিক জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্যয়।

Main Article

মানবের বহুত্ববাদী জীবনের ক্রমপ্রসরণশীল অন্তর্জগত ও বর্হিজগতের অন্তহীন সমারোহ আখ্যানের ব্যাপ্তি ও অনুষঙ্গের সূক্ষ্মতায় অনেকান্তিক দ্বিবাচনিকতায়,আখ্যানের অনন্বয়ে উপন্যাসে অপরিহার্য হয়ে ওঠে।উনিশ বিশের নানান বীক্ষা-ব্যাখ্যায়- সর্বব্যাপী ভাঙনের মধ্য দিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনালোকের নিয়ত বদলে যাওয়া আদলে দেখা দিল নতুনকালকে নবতর শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করার তাগিদ,অন্যত্র সাময়িকপত্রের গরুড়ের ক্ষুধার তাগাদায় সম্ভব হল ছোটগল্পের সৃজ্যমান বিশ্বের নির্মাণ ও সৃষ্টির নতুনতর অধ্যায়।ছোটগল্পের নতুন ধরণের খোঁজে প্রকরণমনস্ক গল্পকারদের চিন্তনে এল—উত্তরায়ণ মনস্কতা।বিপরীতের বাস্তব এবং বিকল্প বাচনের প্রস্তাবনা।সূচনাপর্বের আগ্রাসন নিপুণ আধুনিকতাবাদের ক্যাকটাসভূমিতে পাশ্চাত্যমুখিনতা বিকল্পবিহীন হয়ে ওঠে।আশ্চর্যজনকভাবে স্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল কমলকুমার মজুমদার বিশ শতকের সাহিত্যিক হয়েও মনে প্রাণে উনিশ শতকীয় সময়কালকে,দেশজ-নন্দন ভাবনা ও ভাবাদর্শের পরম্পরাকেও বহন করে নিয়ে চলেছিলেন পাঠকৃতির অনেকার্থদ্যোতনার নিরন্তর দ্বিরালাপে।

কমলকুমার মজুমদারের নিজস্ব অস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রত্যয় লালিত অবস্থান সমকালের পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য লাগায় পরীক্ষামূলক লেখকের এক আকারহীন সংজ্ঞায় কমলকুমার মজুমদারকে ব্যাখ্যা করার বৃথা প্রচেষ্টা ছিল সেযুগে।সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা ছোটোগল্পের তিন দিকপাল’ প্রবন্ধে জানাচ্ছেন-

“কমলকুমার মজুমদার জীবিতকালে পাঠক পাননি,সমালোচকদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি,তাঁর দিকে,তাঁর নামে বঙ্কিম পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে-তাঁর মৃত্যুর এগারো বছর পর যা এক নির্মম রসিকতার মতন।“

আপাত পাঠক বিমুখতা থেকে শ্রেষ্ঠত্বের রাজদ্বারে প্রবেশাধিকার ঘটে নি কেবলমাত্র রীতি প্রকরণ শৈলীর ছাঁচভাঙ্গার কারণে বরং বলা যায় তাঁর ভাষা বিশিষ্টতা বিষয়ের সার্বজনীনতাকেই ধারণ করে।তাঁর বিষয়ের বহুমাত্রিক অন্তর্বিরোধকে অনেকে তাঁর দুরূহতা বলে চিহ্নিত করলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁর মতো অপরিমেয় শক্তিশালী শিল্পীর 'রচনার প্রধান গুণ বিষয় নির্বাচনে নয়,বিষয় অবলম্বনে গড়ে তোলা রচনার কারিগরিতে…সেই কারিগরি না থাকলে অভিসন্ধি ব্যর্থ হতো,মানুষের দুঃখ নামক একটা নিরাকার ভার কান্নাচাপা পরিহাসের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের বুকের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং চলাফেরা করতে পারতো না,সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতিকারযোগ্য দুর্দশার চাইতে গভীরতর কোনো নিঃসঙ্গ হাহাকারের প্রতিমূর্তি তিনি খোদাই করতে পারতেন না তাঁর গল্পে কাহিনীতে''১

প্রকৃতপক্ষেই গল্পগুলি বিষয়বৈচিত্র্যের নানান স্বরান্বয় সত্ত্বেও অজটিল। প্রথম দিকের গল্পগুলি বহুল পরিমাণে অনুভূতিসর্বস্ব। তবুও 'জল' 'তেইশ' ইত্যাদি গল্পগুলিতে অবজ্ঞাত নিম্নজনের প্রতি অভিনিবেশ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। ব্যক্তির অনুভূতি,আকুতি এবং পর্যবেক্ষণ নানান বিন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ায় গল্পরসের স্বল্পতা লক্ষিত হয়।উক্ত গল্পগুলিতে আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির যে আপাত সরলরৈখিক যাপনবৃত্তান্ত বর্ণিত তাও জটিলতর মৌলিক জীবন জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে অর্জিত।'তেইশ' গল্পের উপসংহারে-

"দেখ বউ-এবার ভিক্কে মিলবে রে আমি রাখ ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি।

জমি গেছে তাতে কি-খাবার আর ভাবনা নেই—

ভিক্কে পাব রে আমার উপর সবার দয়ে হবে রে---

এখনও তার গলায় লাঙলের শশস্বর,গলার আওয়াজে আওয়াজে।"২

-গ্রামীণ ভূমিব্যবস্থার কারণে সর্বশ্রান্ত কৃষক চরিত্র আলমের পরিণতি কোথাও বা গফুরের পরিণতিতে সমাপতিত। 'জল' গল্পে ভেড়ি এলাকার বানভাসি জীবনের লোনা স্বাদ জীবনের সম্ভবনাকেও অনিশ্চিত করে তোলে অনন্ত ক্ষুধা,ম্যালেরিয়া আর অনাহারের ঘুম। উপসি জীবনে লুটেরা ফজলের অসহায়ত্ববোধজাত বিকৃত আচরণের প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিটি ধ্রুবপদের মাধ্যমে ফিরে ফিরে আসে—

"ফজল অবিচার হয় ভালো লোক,কেননা খোদা তার উপর দয়া রাখেন।"৩

ফজলের মধ্যে দ্বৈত সত্তার(dual personality) দ্বন্দ্ব প্রকটতর-ভগবতপ্রাণ সত্তা এবং ক্ষুধাতুর সত্তার।

মৃত্যু উপত্যকায় জীবনের ওম টুকু বয়ে নিয়ে আসে নন্দর উক্তিটি-

'' কাঁথাখান আমি নে এসছি,তোর মা নয় মরেছে কাঁথাকানতো শুগনো…৪

ছাইচাপা মৃত্যুর ভিতর থেকেই জীবনের ফিনিক্সের সম্ভবনাকে জাগিয়ে রাখেন লেখক।

তাহাদের কথা' গল্পটির মূলটি প্রোথিত আছে-বিদেশী পণ্যবর্জন,সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের স্বদেশী পর্বে। শহুরে অন্তেবাসী চরিত্র সমন্বিত গল্পাংশটি হল-

শিক্ষক শিবনাথের ব্রিটিশ বিরোধিতার কারণে জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।যে কারণে তিনি হয়ে যান মানসিক বিকারগ্রস্ত।গল্পটির ট্রাজিক পরিণতিটি হল মেয়ের প্রথম মাইনের টাকায় কেনা হয় শিবনাথের আগড় নিকড়'। শিকল এর বহুব্যাংজনাময় উপস্থিতি গল্পটিকে অন্যতর মাত্রা প্রদান করেছে। কঠোর বাস্তবতার পিঞ্জরতুল্যতা, নিয়তির অপ্রতিরোধ্য বন্ধন কিংবা পরাধীনতার শৃংখলিত রূপটি দ্যোতিত। বিপ্রতীপ বিন্যাসে মারোয়াড়ী আত্মারামের পক্ষীদের শৃংখল মুক্তির চিত্রটি বেদনাকে গভীরতর করেছে।

অন্তেবাসী জীবনের অন্য আর কোটিকে তিনি স্পর্শ করেছেন 'নিম অন্নপূর্ণা 'গল্পে। মনোহারী বাস্তবতার পলেস্তারা খসানো রূপটিকে মোহময়ী প্রতারক নির্মাণকে ধিক্কৃত করে-

"অতি উদ্ভাসিত জীবন বলয়ের মোহজাল পেরিয়ে তিনি প্রান্তকায়িত অনুপ্সথিত বর্গের নৈঃশব্দ্য থেকে আহরণ করেছেন তাঁর কথাবীজ।কাহিনি উপস্থাপনার চিরাচরিত ধরণকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আধুনিকতারও প্রত্যাখ্যান সূচিত হয়েছে।"৫

প্রকৃত অর্থেই ঠুনকো নাগরিক আধুনিকতার জাঁকজমকের বিলাসিতাকে বর্জন করে-

"আধুনিকদের অতি উতসাহে যে সব প্রাকৃতজন নির্বাসিত হয়েছিলেন উপেক্ষার অন্ধকারে,যাদের কন্ঠস্বর ভদ্রজনোচিত বাচনিক স্থাপত্যে কখনো ধরা পড়ে নি –তাঁদেরই কমলকুমার আলোর রাখাল হিসেবে ফিরিয়ে আনলেন।"৬

লেখকের অভিজ্ঞতার রঞ্জন রশ্মির বিবিধ কৌণিকতায় বাংলা আখ্যানবিশ্ব হয়ে উঠল 'ব্রাত্যজনের কথনসূত্র'।জগত ও জীবনকে গূঢ় পরিচয় সহ ছাপোষা বাঙ্গালির ত্রস্ত যাপন অতিক্রমী এক তান্ত্রিক বলিষ্ঠতা প্রদান করলেন তিনি।বিপর্যস্ত সময়ের –ক্ষুধার রাজ্যের গদ্যময় বিক্ষত জীবনে জঙ্গি বিমানের অবারণ গতির বিপ্রতীপে ব্রতকথা-লক্ষীর পাঁচালি মিথ্যা হয়ে যায়। যূথী –লতির খাওয়া খাওয়া খেলা বড় নির্মম নির্লজ্জ আত্ম অসংগতির চিহ্নায়ক হয়ে ওঠে। মেঘবালিকাদের স্বপ্নের ফানুস খাদ্য অনুষঙ্গে ইন্দ্রিয় সংবেদ্য হয়ে ওঠ্বে।_

"লতি মেঘ কি করে হয় জানিস—হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়,ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ- ওটা না সোনামুগের ডালের মেঘ।"৭

স্বতন্ত্র চেতনার উক্ত গল্পটিতে দারিদ্র্যের চরম পেষণে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির বিনষ্টি সাধিত হয়।তাই অনশনের পরিপ্রেক্ষিত নির্মম হত্যাকাণ্ডটির নীতিহীনতাকে অনেকখানি অবান্তর করে দেয়।গরম ভাতের গন্ধে অমানবিক আচরণটির থেকেও অধিকারের মৌলিক বোধটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। গল্পটির অন্তিমে লেখকের সহানুভূতির পাত্রান্তর ঘটলে যূথীর পরিবারটির বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ডারউনের যোগ্যতমের উদবর্তনের প্রশ্নটি সাহিত্যের পাঠে অনুলিখিত হতে দেখলে উন্নাসিক বোদ্ধা শিবির সহজেই সিদ্ধান্ত নেন-নাকি মহৎ সাহিত্য এবং অকল্যানের বৈরিতা একটি সিদ্ধসত্য। কমলকুমার সমস্ত ধরণের কূপমণ্ডুকতা থেকে পাঠককে দীক্ষিত করলেন জীবনের সত্যমূল্যেই। অনেকান্তিক লয় ও ক্ষয়ের শিল্পনৈপূণ্য সমন্বিত রূপটিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সহৃদয় পাঠক।সভ্যতার রণরক্ত সফলতার পরিপ্রশ্নটি উক্ত গল্পে রক্তের বহুমাত্রিক দ্যোতনায় উপস্থাপিত।

দৃশ্য ১-

পড়শির বাড়ির টিয়াপাখির খঁচার ছোলা চুরি করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয় যূথী-

“ আঙ্গুল বেয়ে খরধার রক্ত পড়ে।“৮

-বিক্ষত সভ্যতার পূতিরক্ত নির্গত হয়।

দৃশ্য -২

‘’ হঠাত বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয়,তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল।“৯

প্রীতিলতার হস্তে বৃদ্ধ ভিখারির অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু-রক্তপাত, নারীর ঋতুচিহ্নের আড়ালে থেকে গেলেও-অন্তেবাসী যাপনের এ চাপা হিংস্রতা বড় স্বাভাবিক।

বহুমাত্রিক জীবনজিজ্ঞাসায় অপজাত ও আবজ্ঞাত জনতার দ্বন্দ্বময় জীবনের রূপরেখা অংকন করেছেন লেখক।‘মতিলাল পাদ্রী একাধারে দ্বন্দ্বময় মানব মন এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দ্বিমাত্রিক বিন্যাস।‘ধর্ম’ যা নাকি ধারণ করে তা পার্থিব স্বার্থযুক্ত হয়ে পড়লে তখন আধিপত্যবাদী বর্গ সমাজের নিষ্পেষণে জর্জরিত হয় সাধারণবর্গ।গল্পটির একেবারে সূচনা আংশেই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে আচরিত ধর্ম ও মানব ধর্ম তথা জীবন ধর্মের মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক বিন্যাসটি—

“পুরো ক্রিশ্চান বলতে অর্থাৎ কথাটার মধ্যে বহু পুরাতন প্রেমের অনুভব ছিল(মানব ধর্ম),অনুতাপ নয়(confession-আচরিত ধর্ম)।১০

-গির্জায় জন্ম নেওয়া সন্তানের প্রতি সহানুভূতি ও উষ্ণ আবেগ,আবার তার জন্মদাত্রীর জঘন্য জীবনযাত্রা জানার পর তীব্র ক্রোধে শেষ করে ফেলতে চাওয়ার সংকল্প,পরবর্তীতে শিশুটির অসহায় মানবিক আর্তি-‘বাবা’ডাকে ভেসে যায় প্রাতিষ্ঠনিক ধর্মবোধ-আক্রুত পাদরী আঁকড়ে ধরেন অসহায় মানবতার প্রতিমূর্তিটিকে,’প্রকৃত খ্রীষ্টান’ এর মতো।সংকট উত্তীর্ণ এক আস্থাশীল জীবনবোধের পরিচয় উঠে আসে। লেখকের আকর জীবনপ্রীতিও উপলব্ধ হয়;যা গল্পের আদিবস্তু।পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা কর-এহেন খ্রীষ্টানীয় দর্শনের আচরিত মানবিকী রূপ নির্মাণে কমলকুমার ব্যতিক্রমী।লেখক স্বয়ং অবিচ্যুত বিবেকী বিশ্বাসে আস্থাশীল-

“গল্প অর্থই পুরাতন পৃথিবী; বিশ্বাস,সম্পর্ক বুকে টানা। এই বৃত্তিতে আমরা কোনজনকে আসিতে দেখি,যদি তিলতম মুহূর্তের জন্যই,আমরা খুশী,আবার বিচার করি ইহা কি আমাদের মনগড়া;যেহেতু লেখকের মনে,অনেক গভীরে ভক্তি ভালোবাসা ইত্যাদি পরীর মতন আছে।“১১

চিত্রকলার ন্যায় সাহিত্যেও এনলিটিক কিউবিজমের পক্ষপাতী ছিলেন কমলকুমার-যা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আনে সমগ্রতার অনুভব। সত্যজিৎ রায়ের বিশ্লেষণে-

“তাঁর পরিবেশকে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ অনুভূতির সঙ্গে দেখতেন,তেমনি দেখতেন কোনো শিল্পবস্তুকেও।‘’১২

-একই সঙ্গে অনুভবের তীক্ষ্ণতা ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগত বিস্তার কমলকুমারের লক্ষ্য ছিল। লেখা মধ্যে চিত্র ও সংগীতই কেবল নয় ;বরং রয়েছে কিছু শ্রুতিমধুর আবৃত্তিও । গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং অতিসূক্ষ রেখার পূর্ণাংগ দক্ষতায় গল্পে ফুটে উঠত চিত্রধর্মী সৌন্দর্য।যা ছিল অনুভূতিপ্রধান কবিতার বিষয় তাই তাঁর চিত্রগুণ সমন্বিত ভাষার জ্যামিতিক কৌণিকতায় গদ্যের বিষয় হয়ে ওঠে। পরিসর প্রসারিত হয় গদ্যেরও।

-“ চন্দ্র,সূর্য তারকা নেই ;শুধু প্রসিদ্ধ রক্তের জোয়ারের উত্তাল অলৌকিক শব্দ। ‘(মতিলাল পাদরি)।১৩

কিংবা

“জ্যোতি পুত্রমাত্র,যার মধ্যে স্বপ্নের রঙ আর ক্ষয়িষ্ণুতা দুই দুমড়াবে,সে এতাবৎ সন্তানমাত্র—খাদ্যই। আপনকার উষ্ণতা দিয়ে যে সুমস্ত সমতা এনেছে আজ হঠাত সে একাই বড় নিঃসঙ্গ।তার অন্তরে অর্গলহীন দরজা ঝোড়ো হাওয়ায় আছাড় খায়।’১৪

কিংবা

‘’ এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন,শুভ্র লক্ষী শ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে ওঠে।“১৫

-উপরি উক্ত কাব্যানুষঙ্গিক পদবিন্যাস প্রকৃতপক্ষেই-

‘প্রি-র্যাফায়েলটীয় সূক্ষতায় সেই প্রসঙ্গান্তর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে ও গল্পের মূল বিষয়টি প্রায়শই অন্তরিত প্রসঙ্গের অন্বয়ে তির্যক তাতপর্য পেয়ে যেতে থাকে। সংগে সঙ্গে ঘটে আমাদের অনুভূতির সম্প্রসারণ।’১৬

সমসময়ে অল্পতর জনপ্রীতির কারণে পরীক্ষামূলক লেখকের এক আকারহীন সংজ্ঞায় তাঁকে ব্যাখ্যা করার প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা সত্ত্বেও পারিবেশিক বৈপরীত্য ও চারিত্রিক স্ববিরোধিতা নিয়েও কমলকুমার মজুমদার বাংলা কথাসাহিত্যের এক দুর্দম প্রাণদ শক্তি হয়ে উঠলেন।

সৃজনশীল গদ্য যখন নেহাতই প্রাত্যহিকের অতিব্যবহারে শিথিলগঠন,বিচ্ছুরণশক্তিরহিত—বৈষয়িক ব্যবহারে জীর্ণতা থেকে ভাষার মুক্তির প্রয়োজনে প্রকরণ সচেতন শিল্পী কমলকুমার ভিড়ের ভাষা থেকে সরে এসে তৈরি করে নিলেন এক ব্যক্তিগত কথন ভঙ্গিমা। সেটির ভুল ব্যাখ্যাসহ সমালোচকেরা তাঁকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী ফর্মকৈবল্যের লেখক বলে চিহ্নিত করে দিলেন।যদিও তাঁর বিনির্মিত বৈপ্লবিক ভাষিক উপাদান বাংলাগদ্যের বিস্তার ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করল।একই সঙ্গে আপাত বিচ্ছিন্ন যাপনকে মৌলিক প্রশ্নের সংগে অন্বিত করে তুলল তাঁর সৃষ্টিকে।প্রকৃতপক্ষে দুর্বোধ্যতা পাঠকের আলস্যে একথা আবারো সপ্রমাণিত হল।ক্লাসিক্সের পঠন অভ্যাসরহিত পাঠক ঘটনার ও চরিত্রের অনুপুঙ্খতায় ক্লান্ত,অভ্যস্ত ব্যাকরণের বিচ্যুতি তাদের আস্বস্তি দেয়।যদিও বোদ্ধা সমালোচকগণের কাছে সব সময়েই-‘বাঙালি লেখকের হাতে লৈখক ক্রিয়া যে এখনো সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারে কমলকুমারের লেখায় তার প্রমাণ আছে।‘’১৭

অপ্রচল একটি ভাষায় সাধুভাষার চলন,কখনো বা ক্রিয়াবাচক শব্দের-নামধাতুর প্রাচীন রূপটিকে ফীড়ীয়ে আণা-সিঞ্চিরিয়ায়, সম্বোধনিয়া, উত্তরিলে। অবলোকিলেন, মন্ত্যবিল, গ্রহ্নিয়াছেন, সাকশাতিয়াছেন, অবলোকনিয়া ইত্যাদির অপরিচিত অন্বয় সত্ত্বেও এগুলির ব্যবহারে মননর্নির্ভর সংযোজন অব্যয়ের দ্বিত্ব ব্যবহার(যেহেতু কেননা)- এবং ইচ্ছাসুখী যতিচিহ্নের—ড্যাশ কিংবা ত্রিবিন্দু চিহ্নের ব্যবহার অব্যক্তের দ্যোতনাবাহী।

‘যেহেতু কেননা সে চাষী…”১৮

গল্পে বক্তার স্পষ্ট উপস্থিতির পরিবর্তে বিবিধ সর্বনামের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে চিহ্নিতকরণ লেখকের স্বাতন্ত্র্যকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। দুর্বোধ্য উপমা প্রতীকের ব্যবহার রচনাকে করেছে পর্বতপ্রতিম দুর্ভেদ্য। বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে ইংরাজির বাক্যগঠনরীতির অনুসরণ কিংবা ফরাসি বাকভংগী কখনো বা উনিশ শতকীয় সংস্কৃত ঘেষা বাঙলা ভাষার ব্যবহার-

"ওই গদ্য কমলকুমার মজুমদারকে যে মানাতো তার কারণ তিনি কমলকুমার মজুমদার।ওরফে জাদুকর,যেহেতু কমলকুমার মজুমদার কথকঠাকুর।"১৯

কমলকুমারের ভাষার জটিল অন্বয় অনেকাংশেই ইচ্ছাকৃত এবিং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন সকল পাঠক মাত্রই বুদ্ধিহীন নয় এবং লেখকদের পাঠক তৈরি করার একটা দায়ও আছে।ব্যকরণ নির্দিষ্ট ভাষা তাঁর কাছে বর্জনীয় ছিল কেননা ভাব ও ভাষার একাত্মীকরণই তাঁর উদ্দীষ্ট-

"আপাত বিশৃঙ্খলার ভিতর তিনি চেয়েছিলেন শৃঙ্খলাকে, অথবা র‍্যাবো যাকে 'সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খল' বলেছিলেন,হয়তো এপ্রয়াস তার কাছাকাছি। ...প্রকৃতি বিশৃঙ্খল।কিন্তু এই আপাত বিশৃঙ্খলা মধ্যবর্তিতাতেই অভিব্যক্ত হয় তাঁর অন্তর্লীন সহজতায় স্বাভাবিকতার ছন্দ... প্রকৃতির আপাত বিশৃঙ্খলাকে গ্রহণ করেছিলেন ভাষার বিন্যাসে এবং তার ভিতর দিয়েই পৌঁছতে চেয়েছিলেন সহজ মানুষের অন্তর্লোকে।"২০

ব্রাহ্মণ্য যুগের ভাষা বলে কমলকুমারের অতি আধুনিক পরীক্ষামূলক বাকশৈলীকে চিহ্নিত করে দিয়ে কেউ কেউ বাংলা আখ্যানসাহিত্যে তাঁর ভূমিকাকে 'প্রগতি বিদ্বেষী,ইতিহাসবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল বললেন।যদিও পরবর্তীতে অনুধাবিত হয়েছিল—প্রজ্ঞা,ধী,মেধা এ তিনের সংমিশ্রণ তাঁর নিজস্ব ভাষিক পরিসর-যা ভবিষত্যের উদ্যমশীল রসভোক্তাদের কাছে হয়ে উঠল আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

ম্যাজিকাল মিস্টিসিজম ও লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার ভাষার এপিটাফে ধারণ করে একদিকে আবেগের মহত্ব,অনুভূতির মহীয়ানত্বের সম্প্রসারণ যা 'ওপর থেকে পাওয়া যুক্তিওকে পাশ কাটিয়ে আদিম সাকল্যিক সহজতার রহস্যময় সবুজ প্রদেশকেই আকাঙ্খা করে',২১ অন্যত্র ভাষিক পরিসরের পরিধি প্রসারে কমলকুমার মজুমদার বিশেষকালের আধারে চিরকালের কথক ঠাকুর।

তথ্যসূত্র

১ নানা দৃষ্টিতে কমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃঅর্ঘ্যকুসুম দত্ত, সমতট,১৯৯৩,কলকাতা।

২ তেইশ',গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,আনন্দ২০১২,

কলকাতা,পৃঃ-৫৭।

৩ জল',গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,আনন্দ২০১২,

কলকাতা,পৃঃ-৩৫।

৪ জল',গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,আনন্দ২০১২,

কলকাতা,পৃঃ-৩৫।

৫ 'আলো অন্ধকারের প্রতিমা ও পূজারী, 'উত্তরাধিকার',জুলাই-ডিসেম্বর,১৯৭৭।

৬ প্রাগুক্ত

৭ নিম অন্নপূর্ণা',গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,আনন্দ২০১২,
কলকাতা,পৃঃ-১২৭।

৮ প্রাগুক্ত,পৃঃ১১৮।

৯ প্রাগুক্ত,পৃঃ১৩৩।

১০ মতিলাল পাদরি', ,গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ,
আনন্দ২০১২,কলকাতা,পৃঃ-৬৭।

১১ প্রবন্ধ সংগ্রহ' ,কমলকুমার মজুমদার,চর্চাপদ,২০০৯ কলকাতা।

১২ প্রাগুক্ত

১৩ প্রাগুক্ত,পৃঃ৮২।

১৪ প্রাগুক্ত,পৃঃ-৮৭।

১৫ প্রাগুক্ত,পৃঃ-১২০।

১৬ কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা,দেবেশ রায়,উপন্যাস নিয়ে ২০০৩ ,দেজ পাবলিশিং,
কলকাতা।

১৭ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর,সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,দেজ পাব্লিশিং, ১৯৯৮,কলকাতা।

১৮ তেইশ,গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,আনন্দ২০১২,
কলকাতা,পৃঃ-৫৯

১৯ 'কনুদা,অশোক মিত্র,উত্তরাধিকার,জুলাই-ডিসেম্বর,১৯৯৭।

২০ প্রাগুক্ত।

২১ 'কমল মজুমদারের মানুষ ও ভাষা',অলোক সরকার, সমতট,শারদ সংখ্যা,১৩৮৬।

গ্রন্থপঞ্জী

১) কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা,দেবেশ রায়,উপন্যাস নিয়ে ২০০৩ ,দেজ পাবলিশিং,কলকাতা।

২) গল্পসমগ্রঃকমলকুমার মজুমদার, সম্পাঃসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ২০১২, কলকাতা।

৩) প্রবন্ধ সংগ্রহ', কমলকুমার মজুমদার, চর্চাপদ, ২০০৯ কলকাতা।

৪) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়,দেজ পাব্লিশিং, ১৯৯৮,কলকাতা।

পত্রিকা

১) আলো অন্ধকারের প্রতিমা ও পূজারী, 'উত্তরাধিকার',জুলাই-ডিসেম্বর,১৯৭৭।

২) কমল মজুমদারের মানুষ ও ভাষা', অলোক সরকার, সমতট,শারদ সংখ্যা,১৩৮৬।

৩) নানা দৃষ্টিতে কমলকুমার মজুমদার,সম্পাঃঅর্ঘ্যকুসুম দত্ত, সমতট,১৯৯৩,কলকাতা।